133060 - নিম্নস্তরের পেশা ও উচ্চস্তরের পেশা বা কর্মের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান

প্রশ্ন

ইসলামে নিম্নস্তরের পেশা ও উচ্চস্তরের পেশা এমন কিছু কি আছে? কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পদ লাভের জন্য ব্যক্তির আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা কি তুষ্টির সাথে সাংঘর্ষিক? কখন এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা তুষ্টির সাথে সাংঘর্ষিক হবে? সামাজিক প্রতিপত্তি নিশ্চিত করে এমন পেশার জন্য মানুষের আগ্রহ কি যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) এবং দুনিয়াকে সর্বোচ্চ লক্ষ্য না করার সাথে সাংঘর্ষিক? নাকি এটি স্বাভাবিক বিষয় যেটাকে শরীয়ত নিষেধ করে না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আল্লাহ এই দুনিয়াকে আখিরাতের বাহন করেছেন। দুনিয়াকে তিনি এমন একটি মাধ্যম করেছেন যার দ্বারা মানুষ আখিরাতের বিষয়ে সহায়তা গ্রহণ করে। তাই আল্লাহ তার কিতাবে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে তিনি যমীন এবং এতে থাকা সকল কিছু মানুষের জন্য নিয়োজিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً

“তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।”[সূরা বাকারা: ২৯]

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“তিনি পৃথিবীকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; অতএব, তোমরা পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং আল্লাহর দেওয়া জীবিকা থেকে আহার করো। তাঁর কাছেই (প্রত্যবর্তনের জন্য তোমাদের) পুনরুত্থান হবে।”[সূরা মুলক: ১৫]

ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

‘অর্থাৎ তোমরা এই পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা হয় সফর করো। তোমরা ব্যবসা ও উপার্জনের জন্য নানান দেশে ও প্রান্তরে ঘুরে বেড়াও।’[তাফসীর ইবনে কাসীর (৮/১৭৯)]

বহু আয়াত ও হাদীসে উপার্জন করার প্রতি এবং পৃথিবীতে বিচরণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ সবগুলোর পেছনে উদ্দেশ্য হলো অর্থ উপার্জন করা। এটি শুধু সঞ্চয়ের জন্য নয়; বরং আত্মসম্মান বজায় রাখা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং আল্লাহর আনুগত্যে এই অর্থের সাহায্য নেওয়া।

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ অর্থের মর্যাদা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন:

'আল্লাহ তার কিতাবের একাধিক স্থানে সম্পদকে 'খাইর' তথা কল্যাণ বলে অভিহিত করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ

"তোমাদের কেউ মৃত্যুকালে 'খাইর' (সম্পদ) রেখে গেলে পিতামাতা ও আপনজনদের জন্য ন্যায্যভাবে অসিয়ত করে যাওয়ার বিধান রাখা হয়েছে।"[সূরা বাকারা: ৮]

এছাড়া তিনি বলেন:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

"খাইরের (সম্পদের) ভালোবাসায় সে শক্ত (অনড়)।"[সূরা আদিয়াত: ৮]

মহান আল্লাহ সম্পদকে মানুষের জীবনের ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করেছেন এবং তা সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নিষেধ করেছেন যেন সম্পদ নির্বোধ নারী ও ছেলে-মেয়েদের হাতে দেয়া না হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পদের প্রশংসা করে বলেছেন: "সৎ মানুষের জন্য সৎ সম্পদ কতই না উত্তম!"[ইমাম আহমদ সহিহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই— যে হালাল উপায়ে সম্পদ অর্জন করতে চায় না; যাতে এর মাধ্যমে মানুষের কাছে হাত পাততে না হয়, এর মাধ্যমে সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে পারে এবং সম্পদের হকও আদায় করতে পারে।"

আবু ইসহাক আস-সাবী'ঈ বলেছেন: "তারা (পূর্বসূরীরা) মনে করতেন, প্রাচুর্য (ধনসম্পদ) দ্বীন পালনে সহায়ক।" মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির বলেছেন: "তাকওয়ার পথে ধনসম্পদ কতই না উত্তম সহায়ক।" সুফিয়ান আস-সাওরী বলেছেন: "আমাদের এই যুগে সম্পদ হলো মুমিনের অস্ত্র।" ইউসুফ ইবনে আসবাত বলেছেন: "দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে কোনো যুগে সম্পদ এই যুগের মতো এত উপকারী ছিল না...।"

মহান আল্লাহ সম্পদকে দেহে সংরক্ষণের মাধ্যম করেছেন। আর দেহে সংরক্ষণ হলো আত্মা সংরক্ষণের মাধ্যম; যে আত্মা আল্লাহকে চেনো, তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর রাসূলদেরকে সত্যায়ন করার, তাঁকে ভালোবাসা এবং তাঁর অভিমুখী হওয়ার পাত্র। সুতরাং সম্পদ দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েরই আবাদের একটি কারণ।

সম্পদের উপকারিতাসমূহের মাঝে আরো রয়েছে:

এটি ইবাদত ও আনুগত্যের ভিত্তি। এর মাধ্যমেই হজ ও জিহাদের মতো নেক কাজ চালু থাকে। এর দ্বারাই ফরজ ও নফল খরচ আদায় করা সম্ভবপর হয়। এর মাধ্যমেই দাসমুক্তি, ওয়াকফ, মসজিদ নির্মাণ, সেতু ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন হয়। এর সাহায্যে বিবাহ করা সম্ভবপর হয়; যা একাকী নফল ইবাদতে নিমগ্ন থাকার চেয়ে উত্তম। এর উপরই ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। এর দ্বারাই দানশীলতা ও উদারতার গুণ প্রকাশ পায়। এর মাধ্যমে মান-সম্মান রক্ষা করা যায়। এর সাহায্যে ভাই ও বন্ধু অর্জিত হয়। এর মাধ্যমেই সৎলোকেরা উচ্চ মর্যাদা ও আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের সান্নিধ্য লাভ করে। সুতরাং সম্পদ এমন এক সিঁড়ি, যার দ্বারা জান্নাতের উচ্চ কক্ষে আরোহণ করা যায়, আবার তা দিয়েই সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যাওয়া যায়। এটি সম্মানিত ব্যক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। তাই কিছু সালাফ বলতেন: "কর্ম ছাড়া সম্মান নেই, আর সম্পদ ছাড়া কর্ম সম্ভব নয়।"

আবার কেউ কেউ বলতেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার সেবে বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত স্বচ্ছল হওয়াই যাদের জন্য উপযুক্ত।"

এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণও হতে পারে, আবার তাঁর অসন্তুষ্টির কারণও হতে পারে।'[উদ্দাতুস সাবিরীন, পৃষ্ঠা ২২১–২২৩ থেকে সংক্ষেপিত]

এই মহৎ উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য নবী ও রাসূলগণ বিভিন্ন পেশা ও কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি, যিনি মেষ চারাননি।" সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন: "আপনিও কি?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, আমি মক্কার লোকদের জন্য কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মেষ চরাতাম।'[হাদীসটি বুখারী (২১৪৩) বর্ণনা করেছেন]

তদ্রূপ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবের সঙ্গে ব্যবসা করতেন এবং পরে তাঁর স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সম্পদ নিয়ে ব্যবসা করেছেন, যেমনটি সীরাতগ্রন্থে প্রসিদ্ধ।

আরেক হাদীসে এসেছে, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রি।'[হাদীসটি মুসলিম (২৩৭৯) বর্ণনা করেছেন]

দাউদ আলাইহিস সালামের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ আমাদের জানিয়ে বলেছেন:

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

‘আমরা পর্বতসমূহ ও পাখদিরেকে দাউদরে অধীন করছেলিাম; তারা (আমার) পবত্রিতা বর্ণনা করত। এসব আমরাই করছেলিাম। আমরা তাকে তোমাদরে জন্য বর্ম তরৈি করা শখিয়িছেলিাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদরেকে রক্ষা করে। তোমরা কি (এর জন্য) কৃতজ্ঞ?’[সূরা আম্বয়িা: ৭৯-৮০]

খালদি ইবনে মা’দান বর্ণনা করনে: মকিদাম রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: ‘নজিরে হাতরে কামাই থকেে উত্তম খাবার কউে কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহসি সালাম নজি হাতরে কামাই থকেে খতেনে।’[হাদীসটি বুখারী (১৯৬৬) বর্ণনা করনে]

দাউদ আলাইহসি সালাম ছলিনে নবী ও রাজা। আল্লাহ তাঁকে বৃহৎ রাজ্য দয়িছেলিনে। এতদসত্ত্বওে তনিি নজি হাতরে উপার্জন থকেে খতেনে। তনিি লোহার বর্ম তরৈি করে তা বক্রিি করতনে।

ইসলাম অর্থ ও রযিকি অন্বষেণে যমীনে ঘুরে বড়োনোর প্রতি তাগদি প্রদান করছে। ইবনে আব্বাস রাদয়িাল্লাহু আনহুমা থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: উকায ও যুল-মাজায নামক স্থানগুলোতে জাহলেী যুগে মানুষরে বাজার ছলি। তাই ইসলাম আসার পর মুসলমানরো যনে এই স্থানগুলোতে ব্যবসা-বাণজি্য করা অপছন্দ করছলি। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ

“তোমাদরে জন্য তোমাদরে প্রতপিালকরে অনুগ্রহ কামনায় (ব্যবসা-বাণজি্যে) কোন দোষ নইে।” অর্থাৎ হজ্জরে মওসুমে।[হাদীসটি বুখারী (১৬৮১) বর্ণনা করনে]

এই মর্মে ফকিাহবদি ও হাদসিবদিগণ স্পষ্ট বক্তব্য দয়িছেনে। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে কতিাবুল বুয়ূ (ক্রয়-বক্রিয় অধ্যায়)-এর একটি পরচ্ছিদেরে শরিোনাম দয়িছেনে: “ব্যবসার উদ্দশ্যে বরে হওয়া এবং আল্লাহর বাণী: ‘তোমরা যমীনে ছড়য়িে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো’/[সূরা জুমুআ: ১০]” তারপর তনিি উমররে সাথে আবু মুসা আল-আশআরীর হাদীস ও উমররে বাণী: “বাজাররে ক্রয়-বক্রিয় (অর্থাৎ ব্যবসার জন্য বরে হওয়া) আমাকে উদাসীন রখেছে” উল্লখে করছেনে।[হাদীসটি বুখারী (১৯৫৬) ও মুসলমি (২১৫৩) বর্ণনা করছেনে]

হাফযে ইবনে হাজার রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘ইবনুল মুনায়্যরি তার টীকায় বলছেনে: বুখারীর উদ্দশ্যে হচ্ছে ব্যবসার জন্য যাত্রার বধৈতা প্রদান, যদওি সটেি দূরবর্তী যাত্র হয়ে থাকে। এটি এমন ব্যক্তরি জবাব যে বাড়াবাড়ি করে এবং বাজারে আসে না।’[ফাতহুল বারী (৪/৩৪৯)]

এছাড়াও বুখারী আরো শরিোনাম দয়িছেনে: ‘সমুদ্রে ব্যবসা সংক্রান্ত পরচ্ছিদে’, ‘স্বর্ণকারদরে সম্পর্কে যা বলা হয়ছে’,

‘তীররে ফলক নর্িমাতা ও কর্মকার সংক্রান্ত পরচ্ছিদে’, ‘দর্জি সংক্রান্ত পরচ্ছিদে’, ‘তাঁতী সংক্রান্ত পরচ্ছিদে’, ‘কাঠমস্ত্রি সংক্রান্ত পরচ্ছিদে’ ... ইত্যাদি।

এই সমস্ত পরচ্ছিদে ও হাদীসসমূহরে দ্বারা বুখারীর উদ্দশ্যে হচ্ছে: কর্ম ও পশোর বধৈতার পক্ষে দলীল প্রদান করা।

অতএব, কছিু মানুষ যে ধারণা করে, ইসলাম অর্থ উপার্জন ও কাজকর্ম করতে উদ্বুদ্ধ করে না; এমন ধারণা ভুল।

বহু মানুষ যে কছিু পশোকে নকিৃষ্ট মনে করে যমেন: কাঠমস্ত্রি, কর্মকার, পশু চরানো— এটি ঠকি নয়। তাদরে এই কথা প্রত্যাখ্যান করার জন্য এটইি যথষ্টে যে আল্লাহর শ্রষ্ঠে সৃষ্টি তথা নবী-রাসূলরো এই পশোগুলোতে নযিুক্ত ছলিনে।

দুই:

মানুষ উচ্চস্তররে পশোয় যাবে এবং ভালো চাকরতিে নযি়োজতি হবে— ইসলাম এর বরিোধতিা করে না। বরং ইসলাম এতে উৎসাহতি করে। মানুষ যনে সর্বোত্তম অবস্থায় থাকে, পরপিূর্ণ জীবনযাপন কর; এমনকি আরও ভালো ও শ্রষ্ঠে অবস্থা অর্জনরে জন্য চষ্টো করে—ইসলাম এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তবে শর্ত হলো: এটি যনে তার দ্বীনদারি ও দ্বীনি অটলতার উপর কোনো নতেবিাচক প্রভাব না ফলে। এই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “শক্তশিালী মুমনি দুর্বল মুমনিরে চয়ে় উত্তম ও আল্লাহর কাছে অধকি প্রয়ি; যদওি উভয়রে মধ্যইে কল্যাণ রয়ছে।”[হাদীসটি মুসলমি (২৬৬৪) বর্ণনা করছেনে] এখানে خير (কল্যাণ) শব্দটি অনর্দিষ্টি (নাকরিা); যা দুনয়িা ও আখরিাতরে সব ধরনরে কল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইসলাম কছিু নীচু ও অবমাননাকর পশো অবলম্বন করাকে অপছন্দ করে এবং মুসলমিকে সগেুলো থকেে আত্মসম্মান বজায় রখেে দূরে থাকতে বলে। যমেন হাদসিে এসছে: ইবনু মুহাইয়্যসিা তাঁর পতিা থকেে বর্ণনা করনে য, তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে শঙি্গা লাগয়িে পারশ্রিমকি গ্রহণরে অনুমতি চাইলে তনিি তাকে নষিধে করনে। তনিি বারবার অনুমতি চাইতে থাকলে শষে পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: “এর উপার্জন দয়িে তোমার উটকে খাওয়াও এবং তোমার দাসকে আহার করাও।”[হাদীসটি আবু দাউদ (৩৪২২) ও তরিমযিী (১২৭৭) বর্ণনা করছেনে। তরিমযিী এটকিে হাসান বলছেনে]

হাফজে ইবনে হাজার রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘শঙি্গাদাররে উপার্জন সম্পর্কে আলমেদরে মতভদে রয়ছে। অধকিাংশ আলমেরে মত হলো: তা হালাল...। তবে তারা বলনে: এটি এমন উপার্জন যাতে নীচুতা আছ; কন্তিু হারাম নয়। তারা এর থকেে নষিধোজ্ঞাকে অপছন্দনীয় (মাকরূহ) অর্থে ব্যাখ্যা করছেনে।’[ফাতহুল বারী, (৪/৪৫৯)]

তনিি আরও বলনে: ‘কারণ এটি নীচুস্তররে উপার্জন বলে শরয়িত অনুমোদতি না হওয়া অনবিার্য নয়। যহেতেু ময়লা-আবর্জনা পরষ্কিারকারীর অবস্থা শঙি্গাদাররে চয়েওে খারাপ। কন্তিু সব মানুষ যদি একযোগে এ কাজ ছড়েে দয়ে তবে সটো তাদরে

সবার জন্য ক্ষতকির হবে।’[ফাতহুল বারী: (৪/৩২৪)]

ইবনে কুদামা রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাধীন ব্যক্তরি জন্য এ কাজ করাকে অপছন্দ করছেনে কবেল নীচু পশো হওয়ার কারণে; নষিদ্ধি করার জন্য নয়। আর তনিি দাসকে এ উপার্জন থকেে খাওয়ানোর নর্দিশে দওেয়া প্রমাণ করে যে তা বধৈ। সুতরাং এর উপার্জন ভক্ষণ করা থকেে নষিধোজ্ঞাকে হারাম অর্থে নয; বরং মাকরূহ অর্থে গ্রহণ করাই নর্দিষ্টি।‘[আল-মুগনী: (৬/১৩৩)]

পূর্বোক্ত আলোচেনা থকেে প্রতীয়মান হয: এমন কছিু পশো ও কাজ আছে যগেুলোকে প্রচলতি অর্থে ‘নীচু পশো’ বলা যায়। যমেন: শঙ্গিা লাগানো (হজিামা), ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ, পয়ঃনষ্কিাশন ব্যবস্থায় কাজ করা ইত্যাদি।

এখানে কয়কেটি বষিয় উল্লখেযোগ্য:

১. কোনো পশোকে ‘নীচু’ বলা মানইে তাতে কাজ করা হারাম, এ কথা বোঝায় না। ইতপিূর্বে বষিয়টি স্পষ্ট করা হয়ছে।ে

২. হতে পারে কছিু মানুষরে জন্য এসব পশোই উপযুক্ত। কারণ তারা অন্য কোনো কাজ ভালো পারে না। এমন অবস্থায় এসব কাজে নয়িোজতি থাকা তাদরে জন্য বকোর বসে থাকা বা মানুষরে কাছ থকেে সদকা নয়োর চয়েে উত্তম।

৩. মুসলমি সমাজে এসব পশোর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বরং এগুলো অত্যাবশ্যক। কয়কে দনি ময়লা না সরালে সমাজে জীবনযাপন কঠনি হয়ে পড়বে এবং রোগব্যাধি ও মহামারি ছড়য়িে পড়ব।ে তাই ইসলামী রাষ্ট্ররে কর্তব্য হলো: এসব পশোর মানুষদরে সম্মান দওেয়া এবং তাদরে জন্য প্রণোদনামূলক সুবধিা প্রদান করা; যাতে লোকজন এসব কাজ থকেে মুখ ফরিয়িে না নয়ে।

৪. যারা শক্ষিা থকেে বঞ্চতি, বুদ্ধবিৃত্তকিভাবে দুর্বল অথবা বশিষে পরস্থিতিরি কারণে এসব পশোয় কাজ করতে বাধ্য হয়ছে,ে তাদরেকে অপমান করা বা তুচ্ছতাচ্ছল্যি করা উচতি নয়। কারণ এসব পশোয় নয়িোজতি ব্যক্তরিা নঃিসন্দহেে তাদরে চয়েে উত্তম, যারা মানুষরে কাছে হাত পাতে এবং নজিদেরেকে লাঞ্ছনার সম্মুখীন কর।ে

তনি:

ইসলাম মানুষকে দ্বীনী বা দুনয়িাবি পূর্ণতা অর্জনরে প্রতি উৎসাহতি কর।ে এটি আল্লাহ তাআলা মানুষরে জন্য যে রযিকি ও অবস্থান নর্দিধারণ করে রখেছেনে এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার পরপিন্থী নয়। কারণ এগুলো অর্জনরে অন্যতম মাধ্যম হলো যথাযথ উপায় অবলম্বন করা। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞাবলে ও ব্যবস্থাপনায় যে কারণসমূহ সৃষ্টি করছেনে, সগেুলো অবলম্বন করলে সাধারণত সগেুলোর ফলাফল অর্জতি হয়।

কন্তিু, মানুষ যদি আল্লাহর অনুমোদতি পথ ছাড়া অন্য পথে তা অর্জন করতে চায়, যমেন: গুনাহরে মাধ্যমে, প্রতারণা,

ধোঁকাবাজি ও মথ্যিার মাধ্যমে অথবা ঘুষ দয়োর মাধ্যমে এবং তার প্রধান লক্ষ্য যদি হয় এসব দুনয়িাবি উপকারগুলো অর্জন করা; এগুলোকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় না করা; সক্ষেত্রে এটি আল্লাহ কর্তৃক যা নর্িধারণ করে রাখা হয়ছে এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার পরপিন্থী এবং তাঁর অবাধ্যতায় লপ্তি হওয়া।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষরে সম্পদ ও পদমর্যাদার প্রতি লালসার ব্যাপারে একটি মহান উপমা পশে করছেনে। কা'ব ইবনে মালকি আল-আনসারি রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "ক্ষুধার্ত দু'টি নকেড়ে যদি ভড়োর পালরে মধ্যে ছড়েে দওেয়া হয, তবে তারা যভোবে ভড়োর পালকে ধ্বংস করব,ে সম্পদ ও সম্মানরে প্রতি লোভ ব্যক্তরি দ্বীনদাররি জন্য এর চয়েওে বশেি ধ্বংসাত্মক।"[হাদীসটি তিরমিযী (২৩৭৬) বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী সুনানুত তরিমযিীতে হাদীসটকিে সহহি বলে গণ্য করছেনে]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিা রাহমিাহুল্লাহ বলনে: 'নঃিসন্দহেে দুনয়িার জীবনরে সম্পদ ও ক্ষমতার প্রতি অতরিক্তি লোভ ও আকাঙ্ক্ষা ক্ষতকির। যমেনটি তিরমিযী কা'ব ইবনে মালকি আল-আনসারী রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণনা করছেনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "ক্ষুধার্ত দু'টি নকেড়ে যদি ভড়োর পালরে মধ্যে ছড়েে দওেয়া হয, তবে তারা যভোবে ভড়োর পালকে ধ্বংস করব,ে সম্পদ ও সম্মানরে প্রতি লোভ ব্যক্তরি দ্বীনদাররি জন্য এর চয়েওে বশেি ধ্বংসাত্মক।" তারপর তনিি বলনে: হাদীসটি হাসান সহহি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদ ও সম্মান (অর্থাৎ নতেৃত্ব ও ক্ষমতা)-এর প্রতি লালসাকে নন্দিা করছেনে এবং জানযিছেনে য,ে তা দ্বীনদারকিে এমনভাবে নষ্ট করে দয়ে ঠকি যভোবে ক্ষুধার্ত দু'টি নকেড়ে ভড়োর খামারকে ধ্বংস করে দয়ে কংিবা এর চয়েে জঘন্যভাবে ধ্বংস করে দয়ে।'[মাজমূউল ফাতাওয়া (২০/১৪২)]

ইবনুল কাইয়্যমি রাহমিাহুল্লাহ বলনে: 'সম্পদ নজিে নন্দিনীয় নয; বরং নন্দিনীয় হলো: যা অবধৈ পথে উপার্জন করা হয, অবধৈ কাজে ব্যয় করা হয় এবং যা এর মালকিকে দাস বানযিে ফলে,ে তার অন্তরকে দখল করে নয়ে এবং তাকে আল্লাহ ও আখরিাত থকেে উদাসীন করে রাখ।ে

সুতরাং সইে সম্পদরে নন্দিা করা হবে যা মানুষকে ভ্রান্ত গন্তব্যে পৌঁছে দয়ে বা তাকে মহৎ গন্তব্যে থকেে বরিত রাখ।ে সুতরাং নন্দিা হচ্ছে ব্যক্তরি; বস্তুর নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "ধ্বংস হোক দীনার ও দরিহামরে দাস, নকশী চাদর ও মখমলরে চাদররে দাস।"[হাদীসটি বুখারী (২৭৩০) বর্ণনা করনে] হাদসিে তনিি দাসত্বকারীর নন্দিা করছেনে; মুদ্রা ও মখমলরে নয়...।'[উদ্দাতুস সাবরিীন: (পৃ. ২২১-২২২)]

আর দুনয়িাবমিুখীতা (যুহদ): সম্পদ উপার্জন ও মর্যাদাপূর্ণ চাকরি গ্রহণরে সাথে সাংঘর্ষকি নয়। এ বষিয়ে (105352) নং প্রশ্নরে উত্তরে বস্তিারতি আলোচনা রয়ছে।ে

শষে কথা:

জনেে রাখা আবশ্যক যে, মর্যাদাপূর্ণ পদ ও উচ্চ পদবী অন্বষেণ করা কবেল তার জন্য বধৈ হবে, যনিি তা ন্যায্যভাবে গ্রহণ করবনে এবং তার ওপর অর্পতি দায়ত্বি যথাযথভাবে পালন করবনে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তা অন্যায্যভাবে গ্রহণ করবে অথবা এক্ষত্রেে আল্লাহকে ভয় করবে না, তার ওপর অর্পতি দায়ত্বি পালন করবে না; বরং এ পদবীকে মানুষরে ওপর যুলুম করা ও মানুষকে নর্যিাতন করা ও ক্ষমতা জাহরি করার হাতয়িার বানাবে কংিবা হারাম উপায়ে সম্পদ উপার্জনরে মাধ্যম বানাবে; তবে সইে পদ ও ক্ষমতা কয়িামতরে দনি তার জন্য লাঞ্ছনা ও বপিদরে কারণ হবে।

এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "অচরিইে তোমরা নতেৃত্বরে প্রতি লোভ করবে। কন্তিু তা কয়িামতরে দনি অনুতাপরে কারণ হবে।"[হাদীসটি বুখারী (৭১৪৮) বর্ণনা করনে]

সহহি মুসলমিে (১৮২৫) আবু যর রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেলিনে: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে কোনো দায়ত্বি দবেনে না?" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধে হাত রখেে বললনে: "হে আবু যর! তুমি দুর্বল, আর এটি (নতেৃত্ব) আমানত। আর কয়িামতরে দনি তা হবে লাঞ্ছনা ও অনুতাপরে বষিয়। তবে ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যে যথাযথভাবে সটোকে গ্রহণ করছে এবং তার ওপর অর্পতি দায়ত্বি সঠকিভাবে পালন করছে।"

ইমাম নববী রাহমিাহুল্লাহ সহহি মুসলমিরে ব্যাখ্যায় বলনে:

"এই হাদসিটি শাসনক্ষমতা ও দায়ত্বিপূর্ণ পদ এড়য়িে চলার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। বশিষেতঃ সইে ব্যক্তরি জন্য, যার এসব দায়ত্বি পালনে দুর্বলতা রয়ছে। আর লাঞ্ছনা ও অনুতাপ তাদরে জন্য যারা এর যোগ্য ছলি না কংিবা যোগ্য হয়ওে দায়ত্বি পালনে ন্যায়বচিার করনে। তাই আল্লাহ তাদরেকে কয়িামতরে দনি অপমান করবনে ও (প্রকৃত অবস্থা) প্রকাশ করে দবেনে এবং তারা নজিদেরে অবহলোর জন্য অনুতপ্ত হবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এর যোগ্য ছলি এবং দায়ত্বি পালনে ন্যায়বচিার করছে তার জন্য রয়ছে সহীহ হাদসিসমূহে প্রমাণতি মহান মর্যাদা। যমেন 'সাত শ্রণেরি মানুষ যাদরেকে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দবেনে ...' এই হাদীসসহ অন্যান্য হাদীস। এ বষিয়ে মুসলমি উম্মাহর ইজমা (ঐকমত্য)ও রয়ছে। তবুও যহেতেু এতে বড় ঝুঁকি আছ, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে এর থকেে সতর্ক করছেনে। তমেনভিাবে আলমেরাও সতর্ক করছেনে। সালাফদরে অনকেইে এসব দায়ত্বি গ্রহণ করা থকেে বরিত থকেছেনে এবং বরিত থাকতে গয়িে নর্যিাতন সহ্য করছেনে।"[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।